WEST BENGAL STATE UNIVERSITY

B.A. Honours Part-III Examination, 2020

বাংলা

পঞ্চম পত্র

সময় : ২ ঘণ্টা **পূর্ণমান : ৫০**

প্রান্তিক সীমার মধ্যস্থ সংখ্যাটি পূর্ণমান নির্দেশ করে।

১। মহাকাব্য কাকে বলে ? মহাকাব্যের বিভাগগুলি কী কী ? মহাকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো। বাংলা ভাষায় রচিত একটি সাহিত্যিক মহাকাব্যের পরিচয় দাও। ৪+২+৪+১০

অথবা

উদাহরণসহ যে-কোনো ***দুটি*** বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করোঃ

(ক) গাথাকাব্য (খ) আখ্যানকাব্য (গ) শোক-কবিতা (এলিজি)

নিম্নলিখিত যে-কোনো *দুটি* প্রশ্নের উত্তর দাও ১৫×২=৩০

২। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে এটিকে কোন্ জাতীয় কাব্য বলে তোমার মনে হয়, যুক্তিসহ আলোচনা করো। ৭+৮

অথবা

''লক্ষণের প্রতি শূর্পনখা'' পত্রটি অবলম্বনে প্রেম নিবেদনের অভিনবত্বে শূর্পনখার চরিত্রটি আলোচনা করো। ১৫

৩। 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের প্রথম ও শেষ কবিতা দুটি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনার পরিচয় দাও। ১৫

অথবা

'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বসুন্ধরা' কবিতায় কবির বিশ্বপ্রীতি শেষপর্যন্ত কীরূপে দেশাত্মবোধে রূপান্তরিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ১৫

৪। রবীন্দ্রযুগে আবির্ভূত হয়েও নজরুল ইসলাম যে স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন পাঠ্য কবিতাগুলির সাহায্যে তা আলোচনা করো। ১৫

অথবা

'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় কবি কার কাছে কিসের কৈফিয়ৎ দিয়েছেন ? কবিতাটি অবলম্বনে কবির জীবন-দর্শনের পরিচয় দাও। ৫+১০

৫। ''আমি তখন নবম শ্রেণী, আমি তখন শাড়ি'' — কার লেখা কোন্ কবিতার অংশ ? কবিতাটিতে নারী মনস্তত্ত্বের যে স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ১+১+১৩

অথবা

'' 'বাবরের প্রার্থনা' ইতিহাসের অনুষঙ্গে সমকালের প্রার্থনা, ব্যক্তি-সংকটের আধারে বৃহত্তর সামাজিক সংকটেরও পরিচয়'' — মন্তব্যটির যাথার্থ্য বিচার করো। ১৫

৬। নিম্নলিখিত অংশটির কাব্যশৈলী বিচার করোঃ ১৫

ঘিরছে আঁধার আমার দীপক-
রাগিনীটি জাগিয়ে নি।

ক্ষিতিজ-কারা চূর্ণ করে
উঠল গেয়ে ঝঞ্ঝা-কালো,
ঘনঘটায় আঁটবে না আর
লাসে-তন্ময় তড়িৎ আলো।
এখন আমার ধুলো-বীণায়
প্রতি তৃণের তার বেঁধেনি।
ভীত তারকা মুদছে নয়ন
ভ্রান্ত মরুৎ পায় না পথ,
উল্কা ছাড়ে আকাশ ভিত্তি
ধ্বংস নামে ঘর্ঘরিয়ে রথ।
মুষ্টি বেঁধে সব সুকুমার
স্বপ্ন আমার বাঁচিয়ে নি।

লয় হল মৃদু-বর্তিকা
মধুর শিখায় জ্বালিয়ে দে সব সুর।
স্নেহ-সিক্ত ঝংকার মোর
আলোর মতো ছড়ায় নিকট-দূর।
এই মরণের পর্বকে আজ
দীপাবলী বানিয়ে নে।

অথবা

ভাবছি; ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো।
এত কালো মেখেছি দু হাতে এতকাল ধরে।
কখনো তোমার ক'রে, তোমাকে ভাবিনি।
এখন খাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়ালে
চাঁদ ডাকে : আয় আয় আয়
এখন গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে
চিতাকাঠ ডাকে : আয় আয়
যেতে পারি
যে-কোন দিকেই আমি চলে যেতে পারি
কিন্তু কেন যাবো ?
সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো
যাবো
কিন্তু, এখনি যাবো না
তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবো
একাকী যাবো না অসময়ে ॥

——×——